# Cooperation among select countries of the Indo-Pacific in fighting COVID-19 pandemic

May 14, 2020

# COVID-19 অতিমারির সাথে লড়াইয়ে নির্বাচিত ইন্দো-পেসিফিক দেশগুলির মধ্যে সহযোগিতা

**মে 14,2020**

সচিব শ্রী হর্শবর্ধন শৃঙ্গলা, COVID-19 অতিমারি থেকে উদ্ভূত অন্যান্য এবং জটিল চ্যালেঞ্জের মোকাবিলার জন্য ইন্দো-পেসেফিক অঞ্চলের দেশগুলির মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট অনুশীলন এবং চিন্তাভাবনার বিনিময়ের জন্য 20 মার্চ 2020 থেকে 15 মে 2020 তারিখ অবধি, আমেরিকা , অস্ট্রেলিয়া, জাপান, কোরিয়া প্রজাতন্ত্র, নিউজিল্যান্ড এবং ভিয়েতনামের তার সমতুল্যদের সাথে টেলিফোনের মাধ্যমে সাপ্তাহিক আলোচনায় রত ছিলেন। এই সাপ্তাহিক ফোনালাপের উদ্যোগটি আমেরিকার ডেপুটি সেক্রেটারি অব স্টেট শ্রী স্টিফেন বেইগাম নিয়েছিলেন।

শরিক দেশগুলির মধ্যে এই আলোচনা, একে অপরের দেশে আটকে পড়া নাগরিকদের ফিরিয়ে আনা, জীবনদায়ী ওষুধ এবং স্বাস্থ্য সুরক্ষার সরঞ্জামের জটিল জোগানকে বজায় রাখা, তাদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকা পরিস্থিতি জনিত কারণে একে অপরের দেশে আটকে পড়া নাগরিকদের ভিসার মেয়াদ বৃদ্ধিতে সুবিধাপ্রদান করা; অতিমারির কারণে ক্ষতিগ্রস্থ দেশগুলিকে চিহ্নিত করা এবং সাহায্য করা ও পার্শ্ববর্তী প্রতিবেশী দেশকে সমন্বয়ী প্রতিক্রিয়া এবং সহযোগিতা প্রদান; এবং ইএএস ও জি20 সহ আন্তর্জাতিক ফোরামগুলিতে একে অপরের সাথে মিলিতভাবে কাজ করাতে তথ্যমূলক এবং সমন্বয়ী প্রতিক্রিয়াকে আকার দিতে সাহায্য করেছে।আন্তর্জাতিক প্রচেষ্টার উপরে তথ্য প্রদানের পাশাপাশি, COVID-19 এর মোকাবিলা এবং এর প্রভাবকে প্রশমিত করার বিভিন্ন চিন্তাভাবনাগুলি শরিক দেশগুলির মধ্যে বিনিময় হয়েছে।

এই আলোচনাগুলি উদ্ভূত চ্যালেঞ্জের সামনে দাঁড়িয়ে শরিক দেশগুলির মধ্যে প্রকৃত সময়ে যোগাযোগের প্রয়োজনীয়তাকে তুলে ধরেছে এবং বাস্তবের জমির উপরে দাঁড়িয়ে একে অপরের থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেছে যে সবাই সুরক্ষিত না থাকলে কেউই সুরক্ষিত নয়। সমসাময়িক বাস্তবতাকে প্রতিফলিত করার জন্য বিশ্বায়নের একটি নতুন মাপনদন্ড নিয়ামক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তার উপরে তারা রেখাপাত করেছেন। সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার জন্য পারস্পরিক বন্টনযোগ্য স্বার্থ রয়েছে, সেগুলি হল জাতীয় অর্থনীতিতে সুরক্ষিত এবং স্থিতিশীল আর্থিক পুনরুজ্জীবন ও বৃদ্ধির জন্য মধ্যস্থায়ী পরিকল্পনা; পারস্পরিক প্রতিপূরকগুলির উপরে অপরিহার্য সরবরাহ শৃঙ্খল তৈরিতে স্থিতিস্থপকতা এবং বাহুল্যতা; এবং ওষুধ এবং চিকিৎসার দ্রুত বিকাশ ও বিস্তারে নিয়োজিত থাকা, যেগুলি একটি শান্তিপূর্ণ ও সমৃদ্ধশালী ইন্দো-পেসিফিক অঞ্চল গঠনে অবদান রাখবে এবং বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিশ্ব লাভবান হবে।

নিউ দিল্লি
মে,14, 2020

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.